‘মরুপলাশ’ পাঠকদের জন্য বাংলাদেশ থেকে একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন–মিজানুর রহমান রানা

বেলা শেষে রক্তবর্ণ মেঘ ভাসে

আকাশে বেলাশেষে রক্তবর্ণ মেঘ ভাসে
বন্ধ হয় পাখিদের কিচির মিচির
ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে ঘণায় আঁধার
পড়ে থাকে ঘাটে বাঁধা নৌকোগুলো
পৃথিবীর সব নদী মাঠঘাট সাগর পাহাড়
বিক্ষিপ্ত মানুষজন মেঠোপথ ধুসর প্রান্তর
মৌন নীলের অন্তিম বাড়ি ফেরা অনায়াসে
মাটির মানুষ এর মাঝে দেখে সুখের বাসর

রাত বাড়ে মেঘেরা আড়াল হয় অন্ধকারের ভীড়ে
দোল খায় অপরূপ অমানিশা অন্ধকারের তীরে
বিগলিত অশ্রু জমে কারো টুপ্‌টাপ শিশির নিশির
ছাইচাপা দীর্ঘশ্বাস ভাসে মজনুর কবরের ভেতর
শুনে না মানুষজন শোনে কবরের ওপরের ঘাস
বাতাসেরা ইথারে ভাসিয়ে দেয় লাইলীর পরে বারমাস

বেলা শেষে রক্তবর্ণ মেঘ ভাসে
তবুও মানুষজন সুখের স্বপ্ন রচে।
রচনাকাল ঃ ১৫/০৬/২০০৯ খ্রি:

তোমার চরণতলে কমল রাখি প্রণাম করি

তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে কীভাবে বড় হতে হয়
কীভাবে লিখতে হয় অশেষ ধৈর্য্য মুঠো মুঠো করে
আমাকে বসিয়েছিলে সর্বদা তোমার পাশে অনায়াসে
সবখানে–
সাহিত্য আসরে প্রাণের মেলায়
ছবি তুলতে ক্লিক ক্লিক একটার পর একটা

পত্রিকা অফিসের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে কথোপকথন
তোমার পাদুকার ফিতা ছুটে গিয়েছিলো
আমার ইচ্ছে ছিলো তোমার পা দু’খানা ছুঁয়ে দেখি
তোমার চরণতলে কমল রাখি প্রণাম করি

তুমি জানলে না তোমাকে আমি কত ভালোবাসি অন্তর জুড়ে
অথচ তবু তুমি আমাকে ভুল বুঝলে অবশেষে
আমার কান্নার ধ্বনি তোমার বুকে ক্ষণিকের তরে
কোনো আলোড়ন তোলেনি স্নেহের ফল্গুধারায়

তুমি আমাকে যখন অন্য দশটা মানুষের সাথে মেলাও
তখন আমার খুব কষ্ট হয়; ভীষণ কষ্ট

কেননা আমি তেমন নই–কোনোকালে ছিলামও না
তাই কষ্টে নীল হয়ে ঘুমুতে পারি না অন্তর্জ্বালায়
আমার কষ্টরা রাত জেগে জেগে আমাকে পাহারা দেয়

কখনও মাঝে মধ্যে সন্তোষ বাবুর কবিতার মাঝে ডুবে থাকি
নিবিড়ভাবে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেই কবিতা পড়ে
এভাবেই কষ্টগুলো ভুলে থাকি আজকাল
যখন আমার মুঠোফোন বেজে ওঠে তোমার ডাকে আপ্লুত হই
ঝরে পড়ে সব ব্যথা হৃদয়ের ঝরা পাতার মতন অবিরল

বন্য-ভালোবাসার প্লাবণ সেই কবেই গেছে মরে জীবন থেকে
মায়ার ছায়ার কোনো প্রতিবিম্ব নেই আজকাল
অগ্রজ ভালোবাসা শিখিয়েছে বড় হতে তোমার মত শির খাড়া করে
অথচ তুমি নেই পাশে আজ সকাল-সন্ধ্যা
কীভাবে আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াব এই সমাজে!

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রি:

ন্যায় বিচার

আজ সে ভয় করে মৃত্যুদুত ক্রসফায়ারের
অথচ একদিন সে-ই নির্বিচারে
নিরপরাধ কিছু মানুষের বুকে
চালিয়েছিলো নির্দয় তপ্ত বুলেট
অথবা অতিক্রম করেছিলো নির্যাতনের চরম মাত্রা

নারীদেরকে পানিতে চুবিয়ে-ডুবিয়ে
মেরেছে সে অতিশয় নির্মম হাতে
কেড়ে নিয়েছে নারীর সম্ভ্রম, প্রাণ
জীবন ও মনুষ্যত্ব
তার কাছে ছিলো একদম খেলনার উপকরণ

আজ সে আশা করে, প্রার্থনারত হয়
যেন তাকে নির্মম ক্রসফায়ারে
অথবা ফাঁসিতে পশুর ন্যায় বলিদান করা না হয়

পৃথিবীর চরম রূঢ় বাস্তবতা এই যে
ন্যায়বিচার পেতে হলে
নিজেকেও করে যেতে হয় ন্যায়বিচার

অন্যায়ের বিপরীতে ন্যায়বিচার আশা করা
পৃথিবীর চির-বাস্তবতার পরিপন্থী বলা যায়
এগারোজন মানুষের আত্মার চির মুক্তির জন্যে
জীবন ও মনুষ্যত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে
আমাদের আজ সত্য সত্যই করতে হবে
চরম এক ন্যায়বিচার।
২২ অক্টোবর, ২০০৯ খ্রি.

বাতাসের গতিবেগ

বেশি যদি হয় বাতাসের গতিবেগ
লোকে তারে ঝড় কয়
যদি বেশি হয় মনের আবেগ
'পাগল' বলে অভিহিত হয়

ডাইনোসরের দু'টি পাখায় ভর করে
আবেগ আসে মনে
ভেঙ্গে গেলে পাখা দু'টি
রয় ঘরের কোণে

জ্বলতে থাকে নিরবধি
সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি
সুখের ভাগ সবাই বসায়
দুঃখের ভাগ কেউ না নিতে চায়

রচনাকাল: ২৪.১১.২০০৯ খ্রি:

পুষ্প তুমি এখনো সমুদ্র–সঙ্গামে

আকাশের নীলাভ মুছে গেছে সূর্যবিহনে
এখন শুধু বিদায়ের আরক্তিম ঘনঘটা
পৃথিবীর বুক জুড়ে; অটবীর প্রান্তরে

আজ বিশ বছর যাবৎ পৃথিবীতে নেই সূর্যের প্রখরতা
ফুলের বাগানে ফোটেনি কোনো ফুল গভীর কুয়াশায়
তুমি শুধু রঙ মেখে সঙ সেজে আছো অধরে

জীবনের সব রোদজ্বলা গলি–উপগলি পেরিয়ে
পুষ্প তুমি ইতস্তত এখনো সফেন সমুদ্র–সঙ্গামে
বিনিদ্র রজনীতে আমি জন্মহীন উপত্যকায় ধ্যানমগ্ন

কবিতার খাতায় বেড়ে চলে শব্দরাজি ধীরে ধীরে
পুষ্প তোমার ছায়া ছায়া প্রতিবিম্ব দৃশ্যমান নিঃশব্দে
লালিত স্বপ্ন, বিশ্বাস– এখনো হয়নি অনন্ত সকালের লগ্ন

রচনাকাল: ০২ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রি: ১২:১৪ পিএম

wgRvbi ingvb ivbv
we fvMxq m¤úv`K (mvwnZ¨ cvZv)
‰`wbK Pv`ci KÉ, Pv`ci|
B-‡gBj: mizanranabd@yahoo.com